গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জামালপুর
(রাজস্ব শাখা)
www.jamalpur.gov.bd

স্মারক নং- ৩১.৪৫.৩৯০০.০১৩.১২.০০৫.০৯-৯১৭ তারিখঃ ১৪/০২/২০২২ খ্রিঃ

জলমহাল ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে আবেদন আহবান
বিজ্ঞপ্তি নং-০১/১৪২৯

"সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০০৯ অনুযায়ী" জামালপুর জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনাধীন (২০.০০ একরের উর্ধ্বে বদ্ধ) ইজারাযোগ্য জলমহাল ১৪২৯-১৪৩১ বঙ্গাব্দ ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে (১লা বৈশাখ হতে ৩০ চৈত্র পর্যন্ত) সাধারণ আবেদনের মাধ্যমে ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়, সায়রাত-১ অধিশাখার ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮.০২০.০৯ (অংশ-২)-৩২ নম্বর স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সদস্যগণের নিকট হতে নির্ধারিত সময়সূচি, নিয়মাবলি/শর্তাবলি ও চেকলিস্ট অনুসরণপূর্বক অনলাইনে আবেদন আহবান করা যাচ্ছে।

সময়সূচি:

অনলাইনে আবেদন দাখিল	অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্টেড কপি ও জামানতের মূল কপি সীলগালা মুখবন্ধ খামে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে দাখিল
২৩/০২/২০২২ খ্রি. থেকে ২৮/০২/২০২২ খ্রি.	০১/০৩/২০২২ খ্রি. থেকে ০৩/০৩/২০২২ খ্রি. (অফিস চলাকালীন সময়ে)

১৪২৯-১৪৩১ বাংলা সন মেয়াদে ইজারাযোগ্য জলমহালের তফসিল ও ইজারামূল্য

ক্র: নং	উপজেলার নাম	জলমহালের নাম	জলমহালের আয়তন (একরে)	সম্ভাব্য সরকারি মূল্য (প্রতি বছর)	প্রস্তাবিত ইজারার মেয়াদ	মন্তব্য
১।	জামালপুর সদর	আড়ালিয়া বিল	৩০.৩১০০	২২,৪১৭//-	১৪২৯-১৪৩১	
২।	ঐ	নালিখালি বিল	২৭.৩৭০০	১৭,০৮৯/-	১৪২৯-১৪৩১	
৩।	ঐ	রুহ বিল	৭২.২৪০০	২৮,৪৮২/-	১৪২৯-১৪৩১	
৪।	ঐ	ডোবাইল বিল	৪০.০০০	২২,৭৮৫/-	১৪২৯-১৪৩১	
৫।	ঐ	মরা ডোবাইল বিল	৩০.৪৭০০	১৭,০৮৯/-	১৪২৯-১৪৩১	
৬।	ঐ	ভূগলি বিল	৩৩.০০০০	১৭,০৮৯/-	১৪২৯-১৪৩১	
৭।	ঐ	সিঙ্গার বিল	২১.৫৯০০	১৩,৬৭১/-	১৪২৯-১৪৩১	
৮।	ঐ	**ঘাকুড়া বিল**	৪২.১৭০০	১৪,৬০৭/-	১৪২৯-১৪৩১	
৯।	ঐ	বড় বিল	২৩.৯১০০	২২,৭৮৫/-	১৪২৯-১৪৩১	
১০।	সরিষাবাড়ী	**রৌমারী বিল**	৪৯.২৮০০	২৩,০১৫/-	১৪২৯-১৪৩১	
১১।	ঐ	শিশুয়া জলমহাল	২৭.৩২০০	১২,৭৫৮/-	১৪২৯-১৪৩১	বিশেষ জজ আদালতে ১১/২০০৪ নং আপিল মামলা বিচারাধীন।
১২।	মাদারগঞ্জ	চিড়াভিজা বিল	৪৫.৬৯০০	৩১,৯৩৯/-	১৪২৯-১৪৩১	
১৩।	ঐ	**খড়কা বিল**	৪৯.৯৪০০	২৩,৫২০/-	১৪২৯-১৪৩১	
১৪।	ইসলামপুর	পঁাচবহলা বিল	৩০.৭৮০০	১৬,৫৩৮/-	১৪২৮-১৪৩০	
১৫।	ঐ	বৈশাকুড়া বাঁকা বিল	২০.৪৯০০	৮,৯৮৪/-	১৪২৯-১৪৩১	
১৬।	ঐ	বলিয়াদহ ঢেংগারগড় বিল	৩৬.৭৫০০	৩৩,৪৯৪/-	১৪২৯-১৪৩১	
১৭।	বকশীগঞ্জ	**কুকড়া বিল**	৩৮.৬২০০	৮৪,০০০/-	১৪২৯-১৪৩১	
১৮।	দেওয়ানগঞ্জ	**পিয়ারের ছড়া**	৩০.৪২০০	৩৬,৭৫০/-	১৪২৯-১৪৩১	
১৯।	ঐ	তিন থোবা বিল	২৪.২৩০০	৩২,০২৫/-	১৪২৯-১৪৩১	মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট বিভাগে ৭৮৮৪/০৬নং রিট পিটিশন মামলা বিচারাধীন।

নিয়মাবলী:

১। অনলাইনে আবেদন দাখিল সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভাপতি/সম্পাদককে মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে অথবা jm.lams.gov.bd লিংকে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে অনলাইনে আবেদন দাখিল করতে হবে। এ সংক্রান্ত নির্দেশিকা উক্ত ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

২। যে সকল জলমহালের উপর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের /মন্ত্রণালয়ের স্থগিতাদেশ/ সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় অথবা কোন আদালতের স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/ স্থিতাবস্থার আদেশ রয়েছে সে সকল জলমহালের উপর বর্ণিত আদেশ প্রত্যাহারের পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এছাড়া পরবর্তীতে কোন জলমহালের উপর অনুরূপ আদেশ হলেও সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজারা কার্যক্রম স্থগিত থাকবে।

৩। জলমহালের ইজারা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিটি www.jamalpur.gov.bd ওয়েব সাইটেও পাওয়া যাবে।

৪। জলমহালের আবেদন দাখিলের সকল শর্তাদি জেলা ওয়েব পোর্টাল ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ড হতে জানা যাবে।

৫। অনলাইনে আবেদন দাখিলের শেষ সময়সীমার পরবর্তী ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনের সকল তথ্যাদির প্রিন্টেড কপিসহ জলমহাল ইজারার জন্য জামানতের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মূল কপি সীলমুখবদ্ধ খামে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে। সীলগালাকৃত উল্লিখিত খামের উপরিভাগে 'জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির জন্য আবেদন কথাগুলো স্পষ্টভাবে লিখতে হবে এবং খামের বাম পার্শ্বে নিম্নভাগে সমিতির নাম ও ঠিকানা লিখিত থাকতে হবে।

৬। অনলাইনে দাখিলকৃত তথ্যাদি এবং প্রিন্টেড কপি হিসেবে দাখিলকৃত তথ্যাদির মধ্যে তারতম্য পরিলক্ষিত হলে অনলাইনের তথ্যাদি সঠিক মর্মে বিবেচিত হবে।

৭। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে চূড়ান্তভাবে আবেদন দাখিল না করে সরাসরি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কোন আবেদনকারী সমিতি জলমহাল ইজারা পাওয়ার জন্য ম্যানুয়ালী আবেদন দাখিল করলে তা সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

৮। কর্তৃপক্ষ কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে দরপত্র বিজ্ঞপ্তির কোন অংশ বা সম্পূর্ণ দরপত্র গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

১৪/০২/২০২২

(মুর্শেদা জামান)
জেলা প্রশাসক
ও
সভাপতি
জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
জামালপুর।
টেলিফোন নং-০৯৮১-৬৩১৮৮
ই-মেইল dcjamalpur@mopa.gov.bd

স্মারক নং-৩১.৪৫.৩৯০০.০১৩.১২.০০৩.০৯- ১১৭

তারিখঃ- ১৪/০২/২০২২ খ্রি.

অনুলিপিঃ সদয় অবগতির জন্য।

১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা।

৩। বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ বিভাগ, ময়মনসিংহ।

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও বহুল প্রচারের জন্য।

৪। পুলিশ সুপার, জামালপুর।

৫। মেয়র, জামালপুর পৌরসভা/সরিষাবাড়ী/মেলান্দহ/ইসলামপুর/মাদারগঞ্জ/দেওয়ানগঞ্জ/বকশীগঞ্জ, জামালপুর (নোটিশ বোর্ডে বহুল প্রচারের জন্য)।

৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার,----------(সকল), জামালপুর।

৭। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ জেলা সমবায় কর্মকর্তা, জামালপুর।

৮। সহকারী কমিশনার (ভূমি),----------(সকল), জামালপুর।

৯। সহকারী কমিশনার, আইসিটি শাখা। বিজ্ঞপ্তিটি জেলা ওয়েব পোর্টালে দেয়ার অনুরোধসহ।

১০। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা----------(সকল), জামালপুর।

১১। সম্পাদক, দৈনিক----------জামালপুর। এ সাথে প্রেরিত বিজ্ঞপ্তিটি আপনার দৈনিক পত্রিকায় ভেতরের পাতায় সীমিত পরিসরে খ্রি. তারিখে কেবলমাত্র ১ (এক) দিনের জন্য জরুরিভিত্তিতে প্রকাশের অনুরোধসহ।

১২। নোটিশ বোর্ড।

১৪/০২/২২

রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর
ও

সাধারণ আবেদনের মাধ্যমে জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির শর্তাবলী ঃ (২০ একরের উর্ধ্বে)

১। সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর সকল শর্তাদি প্রতিপালন সাপেক্ষে ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

২। কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন দু'টির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত পাবে না।

৩। নির্দিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবী সমিতি যা সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধিত সমিতি বা সমিতিসমূহ নির্দিষ্ট বা তীরবর্তী জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য আবেদন করতে পারবে এবং জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিগুলো প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবে। কোন ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সংগঠন আবেদন করতে পারবে না।

৪। উক্ত সমিতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবী ব্যতীত অন্য কোন সদস্য থাকলে বা কার্যনির্বাহী কমিটিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নহেন, তাহলে উক্ত সমিতি আবেদনের যোগ্য হবে না।

৫। প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি যারা সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিবন্ধিত, যেখানে প্রকৃত মৎস্যজীবী ছাড়া সদস্য নেই তারাও আবেদনে অংশগ্রহণের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হবেন।

৬। মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে যাচাই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে উক্ত সংগঠন/সমিতির কোন জঙ্গী সম্পৃক্ততা থাকলে এবং পূর্বের কোন জলমহালের ইজারামূল্য পরিশোধে খেলাপী হয়ে থাকলে অথবা জলমহাল সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট মামলা কিংবা অন্য আদালতে কোন মামলা থাকলে সংশ্লিষ্ট সংগঠন/সমিতিকে কোন জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে না।

৭। জেলা প্রশাসক কর্তৃক বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজারামূল্যের ২০% ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার জামানত হিসেবে আবেদনকারী তার আবেদনের সাথে দাখিল করবেন। লীজপ্রাপ্ত সমিতির শেষ বছরের লীজমানির সাথে উক্ত টাকা সমন্বয় করা হবে। লীজপ্রাপ্ত হয়নি এমন সমিতির ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার ফেরৎ প্রদান করা হবে।

৮। সময়মত লীজমানি পরিশোধ না করা, তথ্য গোপন করা কিংবা অন্য অনিয়মের কারণে কোন জলমহালের লীজ বাতিল করা হলে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত জলমহাল পুনরায় যথানিয়মে লীজ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৯। লীজগ্রহীতা কোন মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি তাদের নামে লীজকৃত জলমহাল কোন অবস্থাতেই সাবলীজ অথবা অন্য কোন ব্যক্তি/গোষ্ঠীকে হস্তান্তর করতে পারবে না এবং অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার করতে পারবে না। যদি তা করে থাকে তাহলে জেলা প্রশাসক উক্ত লীজ বাতিল করে দিবেন এবং জমাকৃত লীজমানি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করবেন। উক্ত লীজগ্রহীতা মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি পরবর্তী বছর জলমহাল বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কোন আবেদন করতে পারবে না।

১০। জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বন্দোবস্ত/ইজারাপ্রাপ্ত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে ১ম বছরের সাকুল্য ইজারামূল্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের ১৫(পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের পর ইজারা গ্রহীতা নিজ উদ্যোগে চুক্তিপত্র সম্পাদনক্রমে জলমহালের দখলনামা বুঝে নিবেন।

১১। পরবর্তী ২য় ও ৩য় বছরের ইজারামূল্য যথাক্রমে পূর্ববর্তী বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত সমুদয় ইজারামূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে জেলা প্রশাসক ইজারা বাতিল করবেন এবং জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

১২। দরপত্রে উল্লিখিত দরের ৫% হারে আয়কর ও ১৫% হারে মূল্যসংযোজন কর (ভ্যাট) এবং ১ম বছরের গৃহীত মূল্যের সাকুল্য টাকা ডাক গ্রহণের ১৫(পনের) কার্য দিবসের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। ২য় বছরের সম্পুর্ন ইজারা মূল্য ১ম বছরের ১৫ চৈত্র তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে এবং ৩য় বছরের সম্পুর্ন ইজারা মূল্য ২য় বছরের ১৫ চৈত্র তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় ইতোপূর্বে জমাকৃত টাকা বায়েজাপ্ত হয়ে যাবে এবং জলমহাল পুনঃ ইজারা/বন্দোবস্তের ব্যবস্থা নেয়া হবে। ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

১৩। অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্টেড কপি ও জামানতের মূল কপি সীলগালা মুখবন্ধ খামে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে দাখিলের সময় খামের উপর উপজেলাসহ জলমহালের নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

১৪। এতদসঙ্গে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত জলমহালের বন্দোবস্ত ১৪২৯ হতে ১৪৩১ বঙ্গাব্দের জন্য প্রযোজ্য হবে।

১৫। ইজারামূল্য পরিশোধের সঙ্গে সঙ্গে অনুমোদিত আবেদনকারী সমিতি/সংগঠন স্ব-উদ্যোগে ইজারা চুক্তি সম্পাদনক্রমে সংশ্লিষ্ট উপজেলা ভূমি অফিস হতে নিজ উদ্যোগে জলমহালের দখল গ্রহণ করবেন। অন্যথায় যথাসময়ে জলমহালের দখল না পাওয়ার অজুহাতে পরবর্তীতে কোন ওজর আপত্তি গ্রহণ করা হবে না কিংবা কোন কর্তৃপক্ষ বা কোন আদালতে মামলা মোকদ্দমা করতে পারবে না। লীজচুক্তি সম্পাদন ব্যতীত জলমহালের দখল প্রদান করা যাবে না।

১৬। যে সকল জলমহালের উপর বিজ্ঞ আদালতে/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের স্থিতাবস্থা/স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞার আদেশ রয়েছে সে সকল জলমহালের জন্য এই বিজ্ঞপ্তি কার্যকর হবে না। তবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অথবা বিজ্ঞ আদালতে সংশ্লিষ্ট জলমহালের মামলা মোকদ্দমা অথবা স্থগিতাদেশ/স্থিতাবস্থা/ নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রত্যাহার সাপেক্ষে/প্রত্যাহার হলে জলমহাল ইজারার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। এ ক্ষেত্রে কোন সমিতি ইচ্ছা করলে আবেদনপত্র ক্রয় করে আবেদনপত্র জমা দিতে পারবে এবং স্থিতাবস্থা/স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার সাপেক্ষে ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

১৭। বছরের যে কোন সময়ে ইজারা প্রদান করা হোক না কেন উক্ত ইজারা ১ বৈশাখ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ হতে কার্যকর হবে।

১৮। মামলা জনিত কারণে/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশের কারণে বা অন্য কোন আইনসঙ্গত কারণে জলমহালসমূহের সময়মত দখল না পাওয়ার বিষয়ে কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না অথবা জলমহাল ভরাট হয়ে গিয়েছে, মাছের মড়ক ইত্যাদি কারণে ক্ষতিপূরণ চেয়ে জলমহাল ইজারার মেয়াদ বৃদ্ধি করার জন্য কোন কর্তৃপক্ষ কিংবা অন্য কোন আদালতে কোন মামলা মোকদ্দমা দায়ের করা যাবে না।

১৯। জলমহাল সংক্রান্ত বিধিসমূহ সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

২০। আদালতে কোন মামলা/প্রাকৃতিক কারণে কোন ক্ষতিগ্রস্থতার অজুহাতে ইজারামূল্য সমন্বয় কিংবা ইজারা মেয়াদ বৃদ্ধির কোন আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

২১। প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে এ ধরনের কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না। জলমহালের প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তনসহ কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করা যাবে না। এরূপ করা হলে বন্দোবস্ত বাতিল করা হবে।

২২। বদ্ধ জলমহালসমূহ তিন বছর মেয়াদে বন্দোবস্ত দেয়া হবে।

২৩। লীজগ্রহীতা জলমহালের পরিসীমা বজায় রাখবেন এবং সংরক্ষণ করবেন, যাতে কেউ সংশ্লিষ্ট জলমহালে অনুপ্রবেশ বা বেআইনীভাবে দখল না করে তা নিশ্চিত করবেন।

২৪। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে আবেদন দাখিল না করে সরাসরি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কোন আবেদনকারী সমিতি জলমহাল ইজারা পাওয়ার জন্য আবেদন দাখিল করলে তা সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

২৫। জলমহালের কোন অংশে স্থায়ী/অস্থায়ী বাঁধ/প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করা যাবে না যাতে ফৌজদারী কার্যবিধি ১৩৩ ধারা অথবা ১৯৫০ সালের মৎস্য সংরক্ষণ আইনের কোন বিধান লংঘিত হয়।

২৬। অনুমোদিত ইজারাগ্রহীতা সরকার বা কালেক্টর কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত কোন উপায়ে মৎস্য শিকার করতে পারবে না। কালেক্টর বা সরকারি মৎস্য বিভাগ কর্তৃক সকল আদেশ/নিষেধ বন্দোবস্ত গ্রহীতা পালন করতে বাধ্য থাকবেন। মৎস্য আহরণে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পাইল পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

২৭। ১ম বছরের সমুদয় অর্থ জমা দিয়ে কৃতকার্য আবেদনকারী নির্ধারিত ফরমে ৩০০/- টাকার মূল্যমানের নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ইজারা চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে। ইজারা চুক্তি সম্পাদনের সময় তাকে তিন কপি পাসপোর্ট আকারের সত্যায়িত ছবি দাখিল করতে হবে।

২৮। ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল, ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল আইন ও সরকারি আদেশ, জলমহাল ব্যবস্থাপনার সকল সরকারি আদেশ যেগুলো এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি, সেই আদেশের/আইনের সকল শর্তাবলী এই বিজ্ঞপ্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এ ছাড়া পরবর্তীতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন আদেশ/নির্দেশ এবং বিধি বিধানও আবেদনকারী মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

২৯। জলমহাল ইজারা গ্রহণ করার পর কোন সংগঠন/সমিতির জলমহাল ভরাট, আয়তনের হ্রাস বৃদ্ধি বা অন্য কোন অজুহাত উপস্থাপন করতে পারবেন না। প্রয়োজনে আবেদন দাখিলের পূর্বে সমিতি/সংগঠন সরেজমিনে জলমহালের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে ইজারা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে হবে।

৩০। কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন আবেদনপত্র গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

২৪/০২/২২

রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর
ও
সদস্য সচিব
জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
জামালপুর
ফোন- ০৯৮১-৬৩৫১০
ই-মেইল-rdcjamalpur@mopa.gov.bd

সাধারণ আবেদনে ১৪২৯-১৪৩১ বঙ্গাব্দ মেয়াদে জলমহাল ইজারা সংক্রান্ত অনলাইনে আবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদির চেকলিস্ট

১। সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত চেকলিস্ট অনুসরণপূর্বক অনলাইনে সাধারণ আবেদনে জলমহাল ইজারার আবেদন দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা হলো;

(ক) আবেদনকারী মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি এর নাম ও ঠিকানা;

(খ) প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির নিবন্ধন সনদ (রেজিস্ট্রেশন) এর সত্যায়িত কপি;

(গ) সংগঠন/সমিতির গঠনতন্ত্র (সত্যায়িত);

(ঘ) নির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নাম ও ঠিকানা (ছবিসহ) এবং সভার কার্যবিবরণী;

(ঙ) নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সকল সদস্যের নামের তালিকা (ঠিকানা ও ছবিসহ) এবং নির্বাচিত নির্বাহী/কার্যকরী কমিটির তালিকা (ঠিকানা ও ছবিসহ)

(চ) জলমহালের মৎস্য চাষ/উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা/রূপরেখা;

(ছ) ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট (ব্যাংক' রুলস অনুসারে);

(জ) অডিট রিপোর্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(ঝ) টিআইএন নম্বর (যদি থাকে উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র সংযোজন করতে হবে);

(ঞ) ইতোপূর্বে জলমহাল বন্দোবস্ত নিয়েছে কিনা, নিয়ে থাকলে, কোন রাজস্ব বকেয়া আছে কিনা;

(ট) সভাপতি, সম্পাদক ও উক্ত সমিতির বিরুদ্ধে কোন সার্টিফিকেট মামলা আছে কিনা জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র;

(ঠ) মৎস্যজীবী সদস্যদের জাতীয় পরিচয়পত্র (সত্যায়িত);

(ড) আবেদনকারী সমিতির প্রত্যেক সদস্য প্রকৃত মৎস্যজীবী মর্মে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র;

(ঢ) জেলা প্রশাসক বরাবর প্রদেয় জামানত বাবদ ইজারামূল্যের ২০% ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার;

(ণ) মূসক নিবন্ধন সার্টিফিকেট (মূসক-৮);

২৪/০২/২২

রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর
জামালপুর
ফোন- ০৯৮১-৬৩৫১০
ই-মেইল-rdcjamalpur@mopa.gov.bd